website: www.bangladesh-bank.org
www.bangladeshbank.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ২৭

তারিখ ঃ আগষ্ট ৩১, ২০১০ / ভাদ্র ১৬, ১৪১৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণের সুদ হিসাবায়ন (Interest Calculation) প্রসঙ্গে ।

সুদের হার সংক্রান্ত নীতিমালা এবং দন্ড সুদ প্রসঙ্গে যথাক্রমে বিসিডি সার্কুলার নং-৩৩/১৯৮৯ ও ৭/১৯৯৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

বিসিডি সার্কুলার নং-৩৩/১৯৮৯ এ সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পরিপালনীয় নীতিমালা সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল । উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী স্থায়ী মেয়াদী ঋণের (Fixed Term Loan) উপর সুদের হিসাব ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ও চূড়ান্ত পরিশোধকালীন সময়ে এবং ধারাবাহিক ঋণের (Continuous Loan) উপর সুদের হিসাব ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে, নবায়ন নির্বিশেষে ঋণের মেয়াদান্তে ও ঋণ সুবিধার চূড়ান্ত অবসানকালে নির্ণিত হবে । সুদ হিসাবায়নে প্রযোজ্য সুদের হার ও ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়েও উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয় । অপরদিকে বিসিডি সার্কুলার নং-৭/১৯৯৩ এর মাধ্যমে দন্ড সুদ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে ।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় ব্যাংক উল্লিখিত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে সুদ হিসাবায়ন করছে যা কাম্য নয় । এরূপ হিসাবায়নের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকের ঋণ হিসাবে অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হচ্ছে যা সুদ নীতিমালার পরিপন্থী ।

এ প্রেক্ষিতে, ঋণের সুদ হিসাবায়নে সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণার্থে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা পরিপালনীয় হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

(১) স্থায়ী মেয়াদী ঋণের (Fixed Term Loan) উপর সুদের হিসাব ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ও চূড়ান্ত পরিশোধকালীন সময়ে নির্ণিত হবে । কোন অবস্থাতেই এ ধরণের ঋণ হিসাবে মাসিক ভিত্তিতে সুদ আরোপ করা যাবে না ।

(২) ধারাবাহিক ঋণের (Continuous Loan) উপর সুদের হিসাব ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে, নবায়ন নির্বিশেষে ঋণের মেয়াদান্তে এবং ঋণ সুবিধার চূড়ান্ত অবসানকালে নির্ণিত হবে ।

(৩) স্থায়ী মেয়াদী ঋণ ও ধারাবাহিক ঋণ, উভয়ক্ষেত্রে প্রতি ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ ৩১-৩-xx, ৩০-৬-xx, ৩০-৯-xx ও ৩১-১২-xx তারিখে সুদ হিসাবায়ন করতে হবে ।

(৪) স্থায়ী মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত সর্বশেষ বকেয়া স্থিতি ভিত্তি হিসাবে গণ্য হবে । এ ধরণের ঋণ হিসাবে দৈনিক বকেয়া স্থিতির প্রোডাক্ট এর ভিত্তিতে সুদ হিসাবায়ন করা যাবে না ।

(৫) ধারাবাহিক ঋণের ক্ষেত্রে হিসাব বইতে দৈনিক বকেয়া স্থিতি সুদ হিসাবায়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হবে ।

(৬) উভয় ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া স্থিতির মধ্যে সমস্ত অপরিশোধিত আসল ও সুদ এবং সেবামূলক ব্যয় অন্তর্ভূক্ত হবে ।

চলমান পাতা/২

(৭) সুদ হিসাবায়নে প্রযোজ্য সুদের হার নিম্নে বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে ঃ

$$\text{বার্ষিক সুদের হার} \times \frac{\text{সর্বশেষ নির্ণিত সুদের হিসাব হতে প্রযোজ্য দিন}}{\text{৩৬০ (দিন)}}$$

(৮) ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত ভিত্তি ও ৭নং ক্রমিকে বর্ণিত সুদের হার প্রয়োগ করে মেয়াদী ঋণের কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে । মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের আনুপাতিক হারে সুদের হার প্রয়োগ করতে হবে ।

(৯) ইসলামিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ নভেম্বর ০৯, ২০০৯ এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত 'গাইডলাইনস ফর ইসলামিক ব্যাংকিং' অনুযায়ী বিভিন্ন বিনিয়োগ হিসাবে মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে ।

(১০) শ্রেণীমান নির্বিশেষে কোন ঋণ হিসাবে দন্ড সুদ আরোপ করা যাবে না ।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সোহরাওয়ার্দী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৭১১৭৮২৫